unicef
for every child

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জেন্ডার সমতার জন্য পাঁচটি পদক্ষেপ

ইউনিসেফের টেকনিক্যাল নোট

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জেন্ডার সমতার জন্য পাঁচটি পদক্ষেপ

জাতিসংঘের অন্যান্য সহযোগী সংস্থা, দেশভিত্তিক ও আঞ্চলিক সরকারি অংশীদার, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ইউনিসেফ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জরুরি সেবা প্রদান, ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা, প্রচার ও যোগাযোগ – সব কিছুর কেন্দ্রে জেন্ডার বা লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা মূল পাঁচটি কর্মসূচিভিত্তিক ও অ্যাডভোকেসি পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি, যেগুলো জনস্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই বৈশ্বিক মহামারীর প্রভাব সামাল দিতে ভূমিকা রাখবে। যেহেতু আগামী কয়েক মাসে আরও অনেক কিছুই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে, তাই আমরা সকলের মঙ্গলের জন্য এই নোটটি তৈরি করেছি, যেটা আমরা সবাই মিলে আরও বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করব।[১]

১. সেবা প্রদানকারীদের জন্য সেবা

আমরা জানি সেবিকা বা নার্স, ধাত্রী ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নারীরা সব ধরনের জনস্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন, যদিও তাদের ভূমিকা অনেকসময়ই উপেক্ষিত থাকে এবং তারা সম্মানিও কম পান। অসুস্থ স্বজন, সাংসারিক কাজকর্ম ও শিশুদের সেবা-যত্নের দায়িত্বও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েরাই পালন করে থাকে। এই বৈশ্বিক মহামারীর প্রভাবে নারী ও শিশু, বিশেষ করে নারীর আয়ে পরিচালিত পরিবার, তা অভিবাসী শ্রমিক কিংবা রেমিটেন্স গ্রাহক যেই হিসেবেই হোক না কেন, সবচেয়ে বেশি নাজুক অবস্থানে থাকবে।

এই সংকট মোকাবেলায় যারা সামনের কাতারে থেকে কাজ করছেন তাদেরকে আমাদের সম্মিলিতভাবে চাইল্ডকেয়ার, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য সামাজিক সেবা ও সুরক্ষা প্রদানসহ পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে হবে। এই প্রাদুর্ভাবের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে এবং ভবিষ্যতের খারাপ পরিস্থিতি সামলে ওঠার সক্ষমতা তৈরিতে নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য নগদ অর্থ সহায়তার প্রতিও অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। আমাদের সব সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারদের নিয়ে কর্মীদের সুরক্ষা, মানসিক চাপ কমানো এবং শিশুর বিকাশ ও পরিবারের কল্যাণে পরিবারবান্ধব নীতি গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সময়ে বর্ধিত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) মোকাবেলায় প্রস্তুতি

কোভিড-১৯ মোকাবেলার এই সময়ে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) বাড়বে এবং এসব ঘটনা সামাল দিতে যারা প্রাথমিক সেবা দেবেন তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি (জিবিভি পকেট গাইড)। এক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের জন্য তাদের সাথে নিয়েই সংকট মোকাবেলায় আমাদের যে সব অনন্য উদ্যোগ রয়েছে সেগুলো কার্যকর করারও প্রস্তুতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক পকেট গাইড এবং অ্যাপ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও প্রস্তুত করতে হবে, বিশেষ করে কমিউনিটি পর্যায়ে, যাতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার যারা শিকার, তাদের সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তা সাথে সাথে রিপোর্ট করতে হটলাইন চালু এবং অন্যান্য সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সকল পর্যায়ে সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে।

৩. মুখ্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা

ইবোলা ও জিকাসহ অতীতের মহামারীর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার তৎপরতায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং নিয়মিত চিকিৎসা সেবা থেকে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং ধর্ষিত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও উপকরণ সরিয়ে নেওয়া হয়। সেবা সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত নারী, বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরী ও কন্যা শিশুরা তখন খুব নাজুক হয়ে পড়ে এবং এতে রোগ বৃদ্ধি, মৃত্যুহার ও এইচআইভির সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

তাই এরকম সময়ে আমাদের সম্মিলিতভাবে বিকল্প সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ মুখ্য ও মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি নারী ও সব বয়সী ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম শক্তিশালী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. যোগাযোগ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রবাহে সহায়তার জন্য নারী ও যুব অধিকার সংক্রান্ত নেটওয়ার্কগুলোকে সম্পৃক্ত করা

স্কুল বন্ধ হওয়ার ফলে দুরশিক্ষন বা ঘরে বসে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ায় কিশোরী মেয়েদের জন্য পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সহায়তা কাঠামো আছে সেগুলো সচল রাখতে হবে। সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও শিশুদের অর্থবহ অংশগ্রহণ এবং জিবিভি হটলাইনসহ অন্যান্য সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে দিতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগের যেসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক আছে সেগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যৌথভাবে সমস্যা মোকাবেলা ও পরিস্থিতি অনুধাবনে আলোচনার জন্য ইউ-রিপোর্টের মতো আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। আমাদের কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে এসব নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও এর সমর্থক অংশীজনদের সক্রিয় করতে হবে।

৫. লিঙ্গভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সহজলভ্য, বিশ্লেষণাত্মক হতে হবে ও তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

যদি আমরা প্রশ্ন না করি তাহলে আমরা জানব না এবং কাজও করব না। কিছু না করলে আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবো। সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে লিঙ্গ, বয়স ও প্রতিবন্ধিতার তথ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব জনস্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কী প্রভাব ফেলছে তার বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষাও করতে হবে।

---

১ এটি একটি প্রাথমিক খসড়া। জ্ঞানের আদানপ্রদান এবং আলোচনাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানকে স্বাগত জানাবে ইউনিসেফ এবং তা এটাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

প্রেক্ষাপট

শিশুদের প্রতি ইউনিসেফের মূল প্রতিশ্রুতির আওতায় প্রতিটি মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে গুরুত্বের কেন্দ্রে থাকে লৈঙ্গিক সমতা:

১. লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) সমাপ্তি।

২. নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য এবং তাদের নিয়েই কমিউনিটি সম্পৃক্ততা।

৩. বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের অধিকারের ওপর বিশেষ কর্মসূচি গ্রহন।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় আমরা এই পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করছি এবং জবাবদিহিতার জন্য নিম্নোক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করেছি।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) সমাপ্তি

অনেক নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য ঘরে থাকা বিপজ্জনক হতে পারে। প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক নারী ও তাদের সন্তানের জন্য ঘর প্রায়ই সবচেয়ে অনিরাপদ স্থান হয়ে উঠতে পারে। অধিকন্তু, খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকায় নারীরা যেহেতু খাবার প্রক্রিয়াকরণ ও রান্নার দায়িত্বে থাকে, সে কারণে সংসারে দুশ্চিন্তা দেখা দিলে তারা তাদের স্বামী ও অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হওয়ার বড় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম আফ্রিকায় ২০১৪-১৬ ইবোলা প্রাদুর্ভাবের অর্থনৈতিক অভিঘাতে নারী ও শিশুরা নিপীড়ন ও যৌন সহিংতার ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

এরপরে চিকিৎসাকর্মীরা কোভিড-১৯ রোগী সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সেবা কার্যক্রম (ধর্ষিত ব্যক্তির চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা ও সাইকো সোশ্যাল বা মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক সহায়তা) বিঘ্নিত হতে পারে।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিচের কর্মসূচি ও প্রচারণা পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনায় কীভাবে সংবেদনশীলতার সাথে সেবা দিতে হয় সে বিষয়ে প্রাথমিক সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণ। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা সামলানোর ক্ষেত্রে সম্মুখ কাতারের কর্মীদের মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। নির্মোহভাবে সমব্যথী হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া এবং এরপর চিকিৎসার জন্য তাকে কোথায় কার কাছে পাঠানো যায়, সে জ্ঞান তাদের থাকতে হবে। প্রাথমিক সেবাদানকারীদের আমাদের জিবিভি পকেট গাইড ও অ্যাপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এরপর তাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দেওয়া উচিত।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংতার ক্ষেত্রে সেবা দেওয়ার জন্য প্রাথমিক ও দ্বিতীয় ধাপের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পাশাপাশি অস্থায়ী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এসব রোগীদের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা ও সেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জামের মজুদ নিশ্চিত করতে হবে।

জিবিভি হটলাইন ও সহায়তার অন্যান্য মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি। সবার কাছে পৌঁছানো যায় এমন মাধ্যম ব্যবহার করে নারী ও কন্যা শিশুদের জানাতে হবে কোথায় গেলে তারা জরুরি সেবাগুলো পাবেন।

এই সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিবিভি মোবাইল ও রিমোট সার্ভিস চালু, সেবাদাতাদের এ ধরনের ঘটনা সামলানোর প্রশিক্ষণ, মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা এবং সেবা গ্রহণকারীর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে করণীয় বিষয়ক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে। রিমোট জিবিভি সার্ভিস ডেলিভারি – প্রধানত মানসিক সেবা প্রদান ও কেইস ব্যবস্থাপনা – মোবাইল ক্ষুদ্রবার্তা বা এসএমএস কিংবা চ্যাটবটের মতো প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে হতে পারে।

মানদণ্ড

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জেন্ডার রেস্পন্সিভ সেবা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিটি সামনের কাতারের কর্মী ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

© UNICEF/UNI159021/Haque

নারী ও শিশুদের জন্য এবং তাদের নিয়েই কমিউনিটি সম্পৃক্ততা

এই মহামারীর প্রভাব এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন বুঝতে নারী ও কন্যা শিশুদের বক্তব্য শোনা প্রয়োজন। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সব ধরনের নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নারী ও মেয়েদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমাদের সম্মিলিতভাবে বিদ্যমান নারী নেটওয়ার্ক ও যুব অধিকার নিয়ে সোচ্চার দলগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে।

নারী ও তরুণরা তাদের কমিউনিটিতে তথ্য ছড়িয়ে দিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইউ-রিপোর্টের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসহ অন্যান্য মাধ্যমে নারী ও বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলে-মেয়েরা যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য পায় তা নিশ্চিত করতে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। বার্তা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের এমন মডেল অনুসরণ করা উচিত যাতে পুরুষ ও ছেলেরাও ঘরে অসুস্থ স্বজনের সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারে। নারী ও কন্যা শিশুদের যেসব সংগঠন সীমিত সম্পদ নিয়ে এই সংকট মোকাবেলায় সামনের কাতারে থেকে কাজ করছে তাদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থপ্রাপ্তিও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

মানদণ্ড:

বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরী, নারী অধিকার ও যুব সংগঠনগুলোকে কর্মসূচি প্রণয়ন, সেবা প্রদান ও তদারকিতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

কমিউনিটির বক্তব্য তুলে ধরা ও অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়ায় নারী ও বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জেন্ডার রেস্পন্সিভ কর্মসূচি গ্রহন

জেন্ডার রেস্পন্সিভ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই মহামারীর প্রভাব অনুধাবনের জন্য যথাযথ তথ্য বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সূচক থাকতে হবে। এই প্রাদুর্ভাব ও তা মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত সব তথ্য-উপাত্ত লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য লৈঙ্গিক সমতার নিরিখে বিন্যাসের বিষয়টি সবাইকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে সংক্রমণ রোধে ভূমিকা রাখা যায়। এছাড়া ২০১৪-১৬ ইবোলা প্রাদুর্ভাবসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক জরুরি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হবে।

- যেখানে প্রাদুর্ভাব সামাল দিতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা হিমশিম খায়, সেসব জায়গায় পরিবারের অসুস্থ সদস্যের সেবা-যত্নের দায়িত্ব এসে পড়ে নারী ও কন্যা শিশুদের উপর, যারা এমনিতেই সব সময় পরিবারের অসুস্থ সদস্য ও বয়স্কদের সেবা-যত্ন করে।

- স্কুল বন্ধ হলে নারী ও কন্যা শিশুদের এই সেবা-যত্নের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। শিশুদের যত্নের বাড়তি কাজও তারা চালিয়ে যায়।
- স্কুল বন্ধ হওয়ার ফলে পুষ্টিকর খাবারের দুষ্প্রাপ্যতা কন্যা শিশুদের ওপর আরও ভয়ানক প্রভাব ফেলতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের জন্য স্কুল হচ্ছে তাদের সুপরামর্শ পাওয়ার শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোর অন্যতম। আমরা জানি যে, ইবোলা সংকটে স্কুল বন্ধ হওয়ার পরে অনেক মেয়েকে সমস্যা কেটে যাওয়ার পরেও স্কুলের বাইরে থাকতে হয়েছে, মেয়েদের ওপর সহিংসতার ঘটনা বেড়েছে এবং সেই সাথে কিশোরী মায়ের সংখ্যাও বেড়েছে।
- বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের কর্মীদের ৭০ শতাংশই নারী এবং তারাই সংকট মোকাবেলায় সামনের কাতারে থাকেন। এই খাতে নারী-পুরুষের সম্মানির পার্থক্য গড়ে ২৮ শতাংশ এবং সংকটকালে তা আরও বেড়ে যায়।
- নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ ছাড়াও আরও কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়। যেমন ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও হাইজিন উপকরণ এবং মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা।
- এই সংকট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি তৈরি করেছে, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং এতে নারী-পুরুষের জীবনমানে ব্যবধান দেখা দিতে পারে। অভিবাসী নারী কর্মী, বিশেষ করে যারা গৃহকর্ম ও সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত এবং যে পরিবারগুলো রেমিটেন্সের ওপর নির্ভরশীল, তারাই বিরূপ প্রভাবের শিকার হওয়ার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে।
- নারীর আয়ে পরিচালিত সংসারে খাদ্য নিরাপত্তায় প্রভাব পড়বে এবং সংসার চালাতে অন্যান্য সমস্যাও প্রবলভাবে অনুভূত হবে।

উপরে উল্লিখিত নারী ও কন্যা শিশুদের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কর্মসূচি ও অ্যাডভোকেসি বা প্রচারণামূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়:

প্রস্তুতি গ্রহণ ও পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্যই নারী ও কন্যা শিশুদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও অবস্থার উন্নয়নে করণীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে তা প্রণয়ন করতে হবে। তাতে নারী ও মেয়েদের বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনায় সহায়তার পদ্ধতি তদারকির বিষয়ও থাকতে হবে, হটলাইন এবং অস্থায়ী সেবা কেন্দ্রগুলোও তদারকির আওতায় থাকবে।

আমরা দেখছি অনেক দেশ স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং চাইল্ডকেয়ার সেবাদাতাসহ অন্যান্য পেশাজীবীদের সুরক্ষায় ভালো ভালো উদ্যোগ নিয়েছে এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাগুলো বাড়িয়েছে। আমাদেরও সম্মিলিতভাবে প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার সামনের কাতারের কর্মীদের জন্য চাইল্ডকেয়ার ও স্বাস্থ্য সেবাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবার বন্দোবস্ত করতে হবে এবং সব কর্মজীবীদের জন্য এই সংকটের চাপ প্রশমন, শিশুর সেবা ও বিকাশে সহায়তা এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পরিবারবান্ধব নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

দুর্বল কিংবা ভালো সংযোগ বা কানেক্টিভিটি যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, সব শিশু, বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর ও কিশোরী সবার লেখাপড়া চলমান রাখা ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রতিবন্ধী বা অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা অধিকার থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, তাদেরও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এসব অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম অবশ্যই সুরক্ষিত হতে হবে, যাতে কন্যা শিশুরা নিপীড়ন ও যৌন হয়রানিমূলক আচরণের শিকার না হয়। নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়ন ও সংহতির লক্ষ্যে ডিজিটাল বা অন্য যে কোনো প্ল্যাটফর্মেই হোক তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করতে হবে। সেবাদাতাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় সহায়তার জন্য উপকরণ সরবরাহ করাও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র থেকে চাপ কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে গর্ভবতী মা ও সদ্যোজাত শিশুর স্বাস্থ্য সেবা এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার এমন ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রাদুর্ভাবের প্রভাব প্রশমনে, এর থেকে উত্তরণ এবং ভবিষ্যতের ধাক্কা সামলে নেওয়ার সক্ষমতা তৈরিতে সুনির্দিষ্ট নারীদের জন্য নগদ অর্থ সহায়তাসহ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। নগদ অর্থ সহায়তার সঙ্গে শিশুর সেবা-যত্ন ও পরিবারের অসুস্থ সদস্যকে দেখভালের জন্য সেবাদাতা সরবরাহের কর্মসূচির মতো সামাজিক সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিলে তা নারী ও মেয়েদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণে ভূমিকা রাখবে।

মানদণ্ড:

সকল ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নারী ও কন্যা শিশুদের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ থাকতে হবে।

কর্মসূচির পরিকল্পনা, তদারকি, মূল্যায়ন এবং রিপোর্টিংয়ে ইউনিসেফ জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ লিঙ্গ ও বয়সের নিরিখে তথ্য বিন্যাস ও স্ট্রাটেজিক জেন্ডার ইন্ডিকেটর থাকতে হবে।

কর্মসূচিগুলো লৈঙ্গিক সমতার প্রতি ইতিবাচক আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে ভূমিকা রাখবে, বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের ক্ষমতায়নের প্রতি গুরুত্ব দেবে।

unicef

for every child

ইউনিসেফ বাংলাদেশ

জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইউনিট
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স
১ মিন্টু রোড, ঢাকা ১০০০
www.unicef.org/gender
infobangladesh@unicef.org

এটি একটি প্রাথমিক খসড়া। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং আলোচনাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই নোট তৈরি করা হয়েছে। এটা প্রকাশনার প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ড অনুসারে সম্পাদিত হয়নি এবং ইউনিসেফ এর ভুল-ভ্রান্তির দায় নেবে না। এই প্রকাশনার বক্তব্য কোনো দেশ বা অঞ্চল বা তার কর্তৃপক্ষের আইনি দিক নিয়ে মত দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়নি।

Cover Photo: © UNICEF/UNI171904/Kiron